শীতের সবুজ

মানবিক গল্প | বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগাজিন / সাহিত্য বিভাগ

লেখক: লিয়াকত হোসেন

ধরণ: গল্প
মূল সুর: মানবতা
টোন: কাব্যিক-বাস্তব

“কুয়াশা সবকিছু ঢেকে দিতে পারে; কিন্তু একজন মানুষের কাঁপতে থাকা হাত, আরেকজন মানুষের চোখ এড়িয়ে যায় না।”

১. কুয়াশার ভিতর দিয়ে

পৌষের শেষ দিক। রাতের শেষ প্রহরে গ্রামটা যেন সাদা কাগজের ওপর ফেলে রাখা এক মুঠো তুলোর মতো নিঃশব্দ হয়ে আছে। বাঁশবাগানের মাথা দেখা যায় না, পুকুরঘাটের সিঁড়ি দেখা যায় না, এমনকি উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা আমগাছটাও কুয়াশার ভেতর নিজের ছায়া হারিয়ে ফেলেছে। শুধু শোনা যায়—টুপ, টুপ, টুপ—পাতা থেকে শিশির ঝরে পড়ার শব্দ। মনে হয়, আকাশ চুপচাপ কাঁদছে।

শীতকে আমি সেদিন কোনো ঋতু বলে মনে করিনি; মনে হয়েছিল, সে এক বুড়ি—হিমেল বুড়ি। সারারাত সে ঘুরে বেড়িয়েছে, কারও কাঁধে কাঁথা টেনে দিয়েছে, কারও দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকে হাড়ে হাড়ে শীত ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সে দাঁড়িয়ে থেকেছে তাদের পাশে, যাদের শরীরে কাপড় নেই, যাদের ঘরে আগুন নেই, যাদের ভরসা বলতে শুধু অপেক্ষা—কেউ কি একবার হাত বাড়াবে?

আঁচড়: *শীতের সকালগুলো সুন্দর; কিন্তু সব মানুষের জন্য সুন্দর নয়। কারও কাছে কুয়াশা কবিতা, কারও কাছে কুয়াশা শাস্তি।*

২. দরজার বাইরে যে দাঁড়িয়ে ছিল

ঘুম ভাঙতেই বুঝলাম, সূর্য উঠেছে; কিন্তু তার মুখ দেখা যায়নি। দেয়ালঘড়ির টিকটিক শব্দে ঘরটা আরও ঠান্ডা লাগছিল। চাদরটা শরীরের ওপর আরও জড়িয়ে দরজা খুললাম। বাইরে পা রাখতেই শিশিরভেজা বাতাস যেন অদৃশ্য আঙুল দিয়ে গায়ের প্রতিটি লোম ছুঁয়ে দিল।

চোখ সয়ে আসার পর হঠাৎ দেখলাম—আমাদের বাড়ির পাশের কাঁচা রাস্তার ধারে একজন দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মানুষ বলেও চিনতে পারিনি; কুয়াশা তাকে প্রায় মুছে দিয়েছিল। একটু পরে দেখলাম, সে সবুজ। পাশের বাড়ির অসহায়

ছেলেটা। তার গায়ের পাতলা জামাটা ভিজে কাঁপছে, হাঁটু পর্যন্ত পুরোনো প্যান্ট, পা দুটো খালি। সে দু'হাত বুকের কাছে গুঁজে রেখেছে, যেন নিজের শরীরের ভেতর থেকেই একটু উষ্ণতা ধার করতে চায়।

সবুজ আমাকে দেখেই হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই হাসি হাসি ছিল না; ঠোঁটের কোণে জমে থাকা শীতের কাঁপুনি মাত্র। তার চোখে কোনো অভিযোগ ছিল না, কোনো দাবি ছিল না। কেবল এমন এক নীরব প্রশ্ন ছিল, যার উত্তর দিতে গেলে বুকের ভেতরটা ছোট হয়ে আসে।

আঁচড়: *সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নগুলো কখনও শব্দ করে আসে না। তারা আসে এক জোড়া কাঁপতে থাকা চোখ হয়ে।*

---

৩. চাদরের হিসাব

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজের গায়ের চাদরটা তখনও উষ্ণ। ভেতরে ভেতরে একটা অদ্ভুত হিসাব শুরু হলো—এই চাদরটা দিলে আমি ঠান্ডা পাব; না দিলে সবুজ আরও কাঁপবে। মানুষের জীবনের বড় বড় নীতিকথা এমন সাধারণ মুহূর্তেই পরীক্ষা নেয়।

হঠাৎ মনে হলো, শীতের সেই হিমেল বুড়ি নিশ্চয়ই সবুজের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সে হয়তো আমাকে দেখছে, আমার দ্বিধা দেখছে, আমার হাতের চাদর দেখছে। সে হয়তো ভাবছে—মানুষ কি কেবল নিজের উষ্ণতা বাঁচিয়ে রাখার জন্য জন্মায়?

আর ভাবতে পারলাম না। চাদরটা খুলে সবুজের কাঁধে জড়িয়ে দিলাম। সে প্রথমে অবাক হয়ে তাকাল, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর চাদরের ভাঁজ দু'হাতে ধরে বুকের কাছে টেনে নিল। তার কাঁপুনি তখনও থামেনি; কিন্তু চোখের ভেতরটায় এক ফালি আলো জ্বলে উঠল।

আমি ঠান্ডা পেলাম, সত্যি। কিন্তু সেই ঠান্ডা আর আগের মতো লাগল না। মনে হলো, শরীরের ওপর থেকে একটা চাদর খুলেছি; অথচ বুকের ভেতরে আরেকটা অদৃশ্য চাদর পেয়ে গেছি।

আঁচড়: *উষ্ণতা কমে যায় না; ভাগ করলে তার রূপ বদলায়। এক শরীর থেকে আরেক শরীরে গিয়ে সে মানবতা হয়ে ওঠে।*

---

৪. এক সবুজ থেকে লক্ষ সবুজ

ঘরে ফিরে এসে আর আগের মতো বসে থাকতে পারলাম না। জানালার কাঁচে জমে থাকা শিশিরের ফোঁটাগুলো আমাকে বারবার সবুজের চোখের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ভাবলাম, সবুজ কি একা? এই শীতের সকালে শহরের ফুটপাতের পাশে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, বস্তির টিনের ঘরে, নদীর পাড়ের ভাঙা কুঁড়েঘরে কত সবুজ কাঁপছে—নাম আলাদা, মুখ আলাদা; কিন্তু শীতের কাছে তাদের পরিচয় একই: তারা অসহায়।

আমরা অনেক সময় শীতকে উপভোগ করি—নতুন পিঠা, গরম চা, রঙিন সোয়েটার, পিকনিক, ছবি। এসবের মধ্যে কোনো দোষ নেই। কিন্তু একই শীত যখন কারও জন্য আনন্দ, আর কারও জন্য আতঙ্ক হয়ে ওঠে, তখন সমাজের আয়নাটা খুব স্পষ্ট হয়ে যায়। সেই আয়নায় আমাদের মুখও দেখা যায়—আমরা কতটা মানুষ, কতটা দর্শক, কতটা দায়িত্ববান।

সবুজের কাঁধে দেওয়া একটি চাদর হয়তো পৃথিবী বদলে দেয় না। কিন্তু পৃথিবী বদলানোর শুরু অনেক সময় এতটুকু কাজ দিয়েই হয়। একটি দরজা খুলে যায়, একটি হাত এগিয়ে যায়, একটি মানুষ অন্য মানুষের শীত বুঝতে শেখে।

আঁচড়: *বড় দান সবসময় বড় জিনিস নয়; বড় দান হলো ঠিক সময়ে দেওয়া ছোট উষ্ণতা।*

৫. শেষ দৃশ্য: আশার আলো

সেদিন দুপুরে কুয়াশা একটু পাতলা হলো। উঠোনের আমগাছ, জামগাছ, লিচুগাছ ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগল। নারকেলগাছের মাথায় রোদ পড়েছে। আমি দূর থেকে দেখলাম, সবুজ চাদরটা জড়িয়ে হাঁটছে। তার পা এখনও খালি, জীবন এখনও কঠিন; তবু হাঁটার ভঙ্গিতে যেন একটুখানি ভরসা ফিরে এসেছে।

আমার মনে হলো, সবুজ শুধু একজন দরিদ্র ছেলে নয়; সে আমাদের সমাজের বিবেক। সে আমাদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায়, তবু হারিয়ে যায় না। আমরা দরজা খুললেই তাকে দেখতে পাই। আর না খুললে—আমাদের অন্ধত্বই শুধু বড় হয়।

আসুন, শীত নামার আগেই আমরা ঘরের পুরোনো চাদর, অতিরিক্ত কম্বল, অব্যবহৃত সোয়েটারগুলো বের করি। শুধু বস্তু দিই না—সম্মান দিই, কথা বলি, পাশে দাঁড়াই। কারণ মানুষ বেঁচে থাকে শুধু শরীরের উষ্ণতায় নয়; মানুষ বেঁচে থাকে আরেক মানুষের মমতায়।

হিমেল বুড়ি আবার আসবে। প্রতি বছরই আসবে। কিন্তু সে যেন আর কোনো সবুজকে কাঁপতে দেখে একা কাঁদতে না হয়। আমাদের হাতের উষ্ণতা যদি একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ে, তবে কুয়াশার ভেতর থেকেও একদিন দেখা যাবে—শীতের বুকেও সবুজ জন্মায়।

সম্পাদনা-নোট: গল্পটি মূল ভাবনা অক্ষুণ্ন রেখে দৃশ্য, সংলগ্নতা, প্রতীক ও সমাপ্তির শক্তি বাড়িয়ে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।